"শেখ হাসিনার মূলনীতি গ্রাম শহরের উন্নতি"

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

খুলনা সিটি কর্পোরেশনে সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC) এর ২য় সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক, মাননীয় মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
পরিচালনায়	:	জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
সভার তারিখ ও সময়	:	১৮/১২/২০২২, দুপুর ১-০০ ঘটিকা।
সভার স্থান	:	শহিদ আলতাফ মিলনায়তন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভার শুরুতে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনায় ক্বারী মোঃ রফিকুল ইসলাম পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন। অত:পর সভা পরিচালনা করার জন্য কেসিসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব লস্কার তাজুল ইসলামকে অনুরোধ জানালে তিনি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। এ পর্যায়ে তিনি স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন C4C-2 প্রকল্পে জাইকার প্রতিনিধি জনাব মনি মালা রায়কে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনাসহ প্রেজেন্টেশন করার অনুরোধ জানালে উক্ত প্রকল্পের কনসালট্যান্ট জনাব মুনাওয়ার সোহেল সচিত্র বিশদ ব্যাখা করেন এবং বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে C4C-2 প্রকল্পের আওতায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আপডেটে প্রশ্নমালা সম্বলিত নাগরিক জরিপ ফরম পূরণ করা সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা করেন। সিটি কর্পোরেশন নাগরিকদের যে সব সেবা প্রদান করে থাকে সেগুলো ফরমের মধ্যে উল্লেখ আছে। উল্লিখিত সেবাসমূহ প্রদানের বিষয়ে নাগরিকগণ পুরোপুরি সন্তুষ্ট, নাকি মোটামুটি সন্তুষ্ট, নাকি সন্তুষ্ট না অথবা ঐ সেবা সম্পর্কে তারা জানে না এই মতামত গ্রহণ করা হবে। এই জরিপের উদ্দেশ্য হলো সিটি কর্পোরেশনের সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)'র নাগরিক সদস্যদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করা এবং উক্ত নাগরিক মতামত জরিপের ফলে সিটি কর্পোরেশন ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিকদের সেবা প্রদান কাজের উন্নয়নে সহায়তা করবে। এ জরিপ কার্য দুইবার করা হবে। প্রথম ধাপে নভেম্বর ২২ থেকে জানুয়ারি ২৩ এর মধ্যে জরিপ হবে। বাংলাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশনে এ জরিপ করা হবে এবং দ্বিতীয় ধাপে ২০২৪ সালের শেষের দিকে আরেকবার জরিপ করা হবে। প্রশ্নমালার উত্তরে টিক চিহ্ন দিতে হবে। এর ফলাফল তৈরি করে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ওয়েব সাইডে প্রকাশ করা হবে। জরিপ ফরমে ৬(ছয়) ধরণের প্রশ্ন আছে-ক,খ,গ,ঘ,ঙ এবং চ। ক-তে তিনটি প্রশ্ন আছে, তাতে সিটি কর্পোরেশন যে সব সেবা প্রদান করে সেই বিষয়ে নাগরিকদের সন্তুষ্টির মাধ্যমে ধারণা। খ-তে চারটি প্রশ্ন আছে, তাতে সিটি কর্পোরেশনের অফিসিয়াল প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পর্কে নাগরিকদের ধারনা। গ-তে আছে ১১টি প্রশ্ন, তাতে নাগরিক ও সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক যোগাযোগ অর্থাৎ ডিজিটাল যোগাযোগ সম্পর্কে ধারণা। ঘ-তে আছে ৭টি প্রশ্ন, তাতে ডিজিটাল সিস্টেম বাদে অন্যভাবে সিটি কর্পোরেশনের সাথে নাগরিকদের যোগাযোগ সম্পর্কে ধারণা। ঙ-তে তিনটি প্রশ্ন আছে, তাতে সিটি কর্পোরেশন যে সব সেবা দিচ্ছে সেই সম্পর্কে নাগরিক হিসেবে কার্যক্রম ও স্বেচ্ছাসেবায় কতটুকু অংশগ্রহণ বা কি ধরনের সহায়তা করতে ইচ্ছুক, সেই বিষয়ে ধারণা বা মতামত। চ-তে সেবা প্রদানে বা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের প্রতি কোন পরামর্শ থাকলে তা লিখতে হবে। জরিপ ফরমে প্রশ্নের উত্তর কয়েকটি দেয়া আছে, সঠিক উত্তরের ডান পাশের ঘরে টিক চিহ্ন (√) দিতে হবে। এটা কোন পরীক্ষা না, সিটি কর্পোরেশন সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা এবং প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে নাগরিকদের মতামত বা ধারণা নেয়ার জন্য নাগরিক জরিপ কার্যমাত্র। এ জরিপের ফলাফল পরবর্তীতে কেসিসি'র ওয়েব সাইটে দেয়া হবে।

জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) বলেন, কেসিসি'র দায়িত্বশীল কর্মকর্তা-কর্মচারী-কে দায়িত্ব পালনে আরো বেশি সক্রিয় হতে হবে। তিনি C4C-2 প্রকল্পের প্রতিনিধিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, কেসিসি জনগণের বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে। তার মধ্যে কেসিসিতে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে এবং একই সাথে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা চালু আছে। তথ্য অধিকার আইনে কেউ যদি কোন তথ্য চায় তবে আইনে ধার্যকৃত সময়ের মধ্যে তথ্য দেয়া হয়। এছাড়া কেসিসি'র সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অংশীজনের সভা হয়।

জনাব মোঃ আজমুল হক, সচিব, কেসিসি, C4C প্রকল্পের চীফ এ্যাডভাইজার জনাব Naoka Anzai এ সভায় জুমে সংযুক্ত আছেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন। এ পর্যায়ে কঞ্জারভেন্সি কার্যক্রমের উপর প্রেজেন্টেশন করার জন্য ভেটেরিনারি সার্জন ড. পেরু গোপাল বিশ্বাসকে অনুরোধ জানালে তিনি কঞ্জারভেন্সি অফিসার জনাব মোঃ আনিসুর রহমানকে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পর্কে প্রেজেন্টেশন করতে অনুরোধ জানান।

জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, কঞ্জারভেন্সি অফিসার বলেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রতিদিন প্রায় ১০০০ টন বর্জ্য উৎপাদন হয় এবং তা থেকে ৮০% অর্থাৎ ৮০০ টন বর্জ্য কালেকশন হয়। কেসিসি'র ল্যান্ডফিল আছে ৩টি- রাঁজবাধ, শলুয়া ও মাথাভাঙ্গা। বর্তমানে রাঁজবাধে বর্জ্য ড্যাম্পিং করা হচ্ছে। বর্জ্য কালেকশন সিস্টেম দুইভাবে করা হয় (১) হাউজ টু হাউজ বর্জ্য কালেকশন-কিছু এনজিও বাড়ি বাড়ি গিয়ে তা সংগ্রহ করে (২) ডাস্টবিন থেকে কেসিসি'র থ্রি-হুইলার ভ্যানে করে STS এ ময়লা নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে গার্বেজ ট্রাকে বহন করে ড্যাম্পিং এ নিয়ে যাওয়া হয়। মেডিকেল ওয়েস্টেজ প্রদীপন এবং স্বাদিচ্ছা মানবকল্যাণ সংস্থার মাধ্যমে দুটি জোনে ভাগ করে আলাদাভাবে কালেকশন করা হয়। এছাড়া সুশীলন, পরিবর্তন, ক্লানশীপ, সিয়াম, মুক্তির আলো, রাসটিক, এসপিএস ইত্যাদি এনজিও হাউজ টু হাউজ ময়লা-আবর্জনা কালেকশন করে থাকে। তিনি একটি STS এর মডেল প্রদর্শন করে এর কার্যক্রম তুলে ধরেন। STS মেয়র মহোদয়ের একটি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ওয়েস্টেজ ম্যানেজমেন্ট এর জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করার আরো একটি প্রকল্প আছে। সকল বর্জ্য ড্রেনে না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। জনগণ যদি এ আইন অমান্য করে তবে দুইলক্ষ টাকা জরিমানা অথবা দুই বছর কারাদন্ড অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত করার জন্য দন্ডবিধির কথা বলা আছে। বর্জ্যকে কমিয়ে আনার জন্য রিসাইকেল অর্থাৎ বর্জ্য থেকে অন্য ম্যাটেরিয়ালে পরিণত করার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ খাতে ৩৯৩ কোটি টাকার মধ্যে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এ বরাদ্দ থেকে ২৫ একর জমি অধিগ্রহণ করার কাজ চলমান। সেখান থেকে বায়োগ্যাস, বিদ্যুৎ, ডিজেল ইত্যাদি তৈরি হবে। তিনি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পর্কে কালেকশন পদ্ধতি, গার্বেজ ট্রাকে করে স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পর্কে প্রেজেন্টেশন তুলে ধরেন এবং ব্যাখ্যা করেন। এ ছাড়া ভেকুট্যাগের মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ নিয়ে মানব বর্জ্য অপসারণ করা হয়। তিনি ফেইক্যাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট (FSM) সম্পর্কে ব্যাখ্যাসহ ছবি প্রেজেনটেশন করেন। আরো ১৫টি প্রকল্পের কাজ চলমান। তবে জায়গার অভাবে সব ওয়ার্ডে STS নির্মাণ কাজ ব্যাহত হচ্ছে। বৃষ্টি ও নদীতে জোয়ার একই সময় আসার কারণে খুলনা শহরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। ড্রেনের পানি প্রবাহমান থাকলে মশার ডিম পাড়তে পারে না। পাবলিক টয়লেটের জায়গা পাওয়া এবং এর পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন। পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় মাথা ভাঙ্গায় একটা প্রকল্প ইউট্রাস্টার ডেভেলপ হয়ে গেছে। ২০২৩ সালের মার্চ নাগাদ পরিকল্পনায় যাওয়া যাবে। বস্তিতে হোল্ডিং নম্বর না থাকায় বর্জ্য কালেকশনে সমস্যা হচ্ছে। বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ, ডিজেল ইত্যাদি তৈরি হবে মর্মে ৩টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে সেক্ষেত্রে খুলনার পার্শ্ববর্তী এলাকা নওয়াপাড়া, বাগেরহাট থেকে আরো অতিরিক্ত বর্জ্য কালেকশন করার প্রয়োজন হবে। ২০২১ সালের বিধিমালায় বাহিরে থেকে আলাদাভাবে বর্জ্য কালেকশন করার কথা বলা আছে। সার্বিক দিক বিবেচনা করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা হচ্ছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে একটা প্রজ্ঞাপন এসেছে বর্জ্য বাবদ যে হোল্ডিং ট্যাক্স নেয়া হয় তার আওতা বহির্ভূত নির্মাণ সামগ্রীর বর্জ্য হলো পৃথক বর্জ্য। এ বর্জ্য বাবদ টন প্রতি ২০০০/-টাকা পে করে এ বর্জ্য অপসারণ করতে হবে।

ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস, ভেটেরিনারি সার্জন, কেসিসি জাপানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন, জাপানের রাস্তা-ঘাটে তিনি কোথাও ময়লা খুঁজে পাননি। টয়লেট, বাথরুম তারা নিজেরা পরিষ্কার করে এবং তারা নিজেদের ঘর নিজেরা পরিষ্কারের জন্য ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষা দেয়। প্রতি সপ্তাহে তারা বাড়ির আশে-পাশে পরিষ্কার করে আর ময়লা বা কাগজ নির্দিষ্ট ঝুড়িতে রেখে দেয় এবং ব্যাগে করে ময়লা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলে দিয়ে আসে। তাদের বেসিনে নেট দেয়া থাকে যাতে ময়লা নেটে আটকে যায়। তারা এত সচেতন যে, রাস্তায় চলমান মানুষের হাতে ময়লার ব্যাগ থাকে, কোথাও কোন ময়লা বা কাগজ পেলে ঐ ব্যাগে উঠিয়ে নেয়। তাই তাদের মত আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে তা হলে ২০২০-২০৩০ মেয়াদে ডেল্টা প্লান সফল হবে এবং খুলনা শহরকে ক্লিন সিটি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় উপস্থিতি (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

১.	জনাব এ্যাড, মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু, মেয়র প্যানেলের সদস্য, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
২.	জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩.	জনাব মোঃ আজমুল হক, সচিব (উপসচিব), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪.	জনাব মোঃ সাহেব আলী, নগর সংবাদ দাতা, খুলনা বেতার।
৫.	জনাব মোঃ রিপন হাওলাদার, সহ-সভাপতি, সিডিসি ক্লাস্টার (ওয়ার্ড নং-২১), কেসিসি।
৬.	জনাব হাজেরা খাতুন, সহ-সাধারণ সম্পাদক, সিডিসি, ফেডারেশন, কেসিসি।
৭.	জনাব মোঃ ইরফান আহমেদ খান, সিটি কো-অর্ডিনেটর, এসএনভি, খুলনা।
৮.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, উপ পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খুলনা।
৯.	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, প্রভাষক, খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা, খুলনা।
১০.	জনাব আবু মোজাফ্ফর মাহমুদ, রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর, আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ব্রাক, খুলনা।
১১.	জনাব এনামুল হক বাচ্চু, সেক্রেটারী, আব্বাস উদ্দীন একাডেমী, খুলনা।
১২.	জনাব মাসুদ মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক, খুলনা নজরুল একাডেমী, খুলনা।
১৩.	জনাব মুনাওয়ার সোহেল, কনসালট্যান্ট, C4C-2 প্রকল্প।
১৪.	জনাব মনি মালা রায়, কনসালট্যান্ট, C4C-2 প্রকল্প।
১৫.	জনাব মোঃ লিয়াকত হোসাইন, প্রধান শিক্ষক, পিডব্লিউডি স্কুল, খুলনা।
১৬.	জনাব এস,এম খুরশিদ আহমেদ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩, কেসিসি
১৭.	জনাব রেকসনা কালাম লিলি, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-১০, কেসিসি।
১৮.	জনাব হালিমা ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, খুলনা জেলা মহিলা ক্রিড়া সংস্থা।
১৯.	জনাব মল্লিক আবিদ হোসেন কবির, সাধারণ সম্পাদক, খুলনা সিটি রেড ক্রিসেট
২০.	জনাব অধ্যাপক মোঃ আলমগীর কবির, বীর মুক্তিযোদ্ধা, কমান্ডার, খুলনা মহানগর ইউনিট কমান্ড, খুলনা।
২১.	জনাব মকবুল হোসেন মিন্টু, বীর মুক্তিযোদ্ধা, খুলনা।
২২.	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা ওয়াসা, খুলনা।
২৩.	ডাঃ শরীফ শাম্মী উল ইসলাম, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, কেসিসি
২৪.	জনাব মোঃ আঃ রাজ্জাক, সাংবাদিক, 'দৈনিক প্রবর্তন', খুলনা।
২৫.	জনাব মোঃ মনজুরুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি
২৬.	জনাব শেখ আবু হাসান, ব্যুরো প্রধান 'আজকের পত্রিকা', খুলনা।

মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন সিটি কর্পোরেশন পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়ন কৌশল পত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অদ্য CLCC'র ২য় সভা। স্থানীয় সরকার বিভাগের C4C-2 প্রকল্পের আওতায় নাগরিক জরিপ ফরম পূরণ করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন নাগরিকদের যে সব সেবা দিয়ে থাকে সে সম্পর্কে নাগরিকগণ কতটুকু সুন্তুষ্ট, সিটি কর্পোরেশনের সাথে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক বিষয়ে নাগরিকদের যোগাযোগ, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও স্বেচ্ছা সেবামূলক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান করাই এই জরিপের উদ্দেশ্য। কেসিসি জনগণের যে সব সেবা দেয় তা ওয়ার্ড অফিসের মাধ্যমে অধিকাংশই বাস্তবায়ন করা হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রকল্প দেয়া হয়েছে এবং সরকার এ খাতে টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। এ প্রকল্পে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ, ডিজেল, কম্পোস্ট সার ইত্যাদি তৈরি করে লাভবান হওয়া যাবে। জাপানে রান্না ঘরের পানি ড্রেনে যাবে তার জন্য মিটার লাগানো আছে, এ বাবদ জনগণকে টাকা দিতে হয়। আমাদেরও সেই রকম সচেতন হতে হবে। ড্রেনে ময়লা-আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং ময়লা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে। এ শহরকে পরিচ্ছন্ন সুন্দর একটি শহর তৈরি করার জন্য সকলকে সচেতন হবে হবে। পৃথিবীর ৫টি শহরকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) "হেলদি সিটি" করার জন্য প্রকল্প দিয়েছে। আমাদের ভাগ্য ভাল যে, তার মধ্যে খুলনা শহর অন্যতম। খুলনা শহরকে পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	C4C-2 প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে মতামত প্রদানের নিমিত্তে সভায় উপস্থিত সকলের দ্বারা নাগরিক জরিপ ফরম পূরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক বিভাগ
২	ময়লা আবর্জনা ড্রেনে বা যেখানে-সেখানে ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে মর্মে জনগণকে সচেতন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলর

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২২-২৫২৭ (৮) তারিখ-২৮/১২/২০২২ খ্রিঃ

অনুলিপি :

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৩। সচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। সিটি লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (CLCC)'র সদস্য (সকল)।
৬। জনাব Naoko Anzai, Chief Advisor, "Strengthening Capacity of City Corporations (C4C-2)" Project.
৭। সি.এ.টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৮। সংশ্লিষ্ট নথি।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন